সংবাদ

তারিখ ... 28.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... ... 4 কলাম 1 ... ...

012

দুঃখজনক

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি 'সংবাদ'-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রলেখক অভিযোগ করেছেন যে, প্রয়োজনীয় বই চেয়ে পাওয়া যায় না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এসব বইয়ের অধিকাংশই শিক্ষকদের নিকট মাসের পর মাস পড়ে আছে। তারা নিয়মিত ফেরত দেন না। উল্টো গোপনে সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ধমকে দেন।

গ্রন্থাগারে যে সব ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসেন তারা বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যের দরুনই সাধারণতঃ কষ্ট করে এসে পড়াশুনা করেন, নোট নেন। কিন্তু প্রার্থিত বইটি যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তারা কী করবেন। কিছু করার পথ না পেয়েই তারা এতদিনে পত্রিকার দ্বারস্থ হয়েছেন।

তারা একথাও বলেছেন যে, এমনও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ আছে, যার মাত্র একটি কপি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আছে, সেটিও কোন শিক্ষকের নিকট হয়তো পড়ে আছে।

এ অবস্থা শুধু বিশেষ কোন এক বিভাগের বই-পত্র সম্পর্কেই সত্য নয়, প্রায় সকল বিভাগের শিক্ষকের নিকট বই ইস্যু করা থাকে মাসের পর মাস। অবশ্যই শিক্ষকরাও তাঁদের প্রয়োজনের জন্যই বই নিজেদের কাছে রেখেছেন। কিন্তু গ্রন্থাগারে বই ইস্যু করার যে নিয়ম রয়েছে, এটা তো তার পরিপন্থী। বেশিরভাগ পাঠকের নিকট বই সহজলভ্য করে তোলার জন্যই তো গ্রন্থাগারে বই ইস্যু সংক্রান্ত কিছু নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয়। সেখানে যদি শ্রদ্ধা কিংবা ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন বই কেউ কাছে রাখেন তাতে যে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে, সেদিকটা কেন খেয়াল রাখা হয় না তা ভাবতে গেলে দুঃখিত ও ব্যথিত হতে হয়।

দুঃখ এই জন্য যে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী সম্পর্কে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়ার সুযোগ না পাওয়ার জন্য বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। আবার এজন্যই ব্যথিত হতে হয় যে, ছাত্রদের যারা পথপ্রদর্শক রীতিনীতি এবং আচরণ সম্পর্কে আদর্শ স্থানীয় হবেন, তাঁরা যদি স্বার্থপরের মতো কোন দৃষ্টান্তস্থাপন করেন, তাতে আশঙ্কা হয় বৈ কি। ছাত্ররা তাদের নিকট হতে কি ধরনের শিক্ষা আশা করতে পারে?

পত্রলেখক অসহায় ফরিয়াদ জানিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থা ও অনিয়মের প্রতিকার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কামনা করবেন? প্রতিকার করার শক্তি ও ক্ষমতা যাদের রয়েছে, অভিযোগটা তাদের বিরুদ্ধে। ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা যাদের উপলব্ধি করা দরকার এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা, তারা শুধু সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন না; বরং অসহযোগিতা করে চলেছেন।

আমরা ধরে নিতে পারি ছাত্রছাত্রীরা তাদের এই অসুবিধার কথা শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নিকট বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। আর তুলে ধরেছেন বলেই তো শিক্ষকরা গ্রন্থাগার সহকারীদের ধমকে দিয়ে যান, কেন তারা বইয়ের খোঁজ কোথায় পাওয়া যাবে সেই সূত্রটা ছাত্রদের জানতে দিয়েছেন। বেচারারা অধঃস্তন কর্মচারী হিসেবে শিক্ষকদের নিকট মাসের পর মাস বই পড়ে থাকলেও ফেরত দেওয়ার তাগিদ দিতে সাহস পান না; বরং তারা উল্টো ধমক খান, কিন্তু বই ফেরত পান না।

গ্রন্থাগারের নিয়মকানুন যাতে শিক্ষকরা মেনে চলেন এবং ছাত্ররা যাতে প্রয়োজনের সময় বই পান সেই অনুরোধটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকদের কাছে রাখতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের হেয় করা পত্রলেখকের উদ্দেশ্য নয়, অথচ আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী নিজেদের প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখে ছাত্রদের বিদ্যাচর্চায় অসুবিধা সৃষ্টি করে চলেছেন এবং গ্রন্থাগারের যাবতীয় নিয়মকানুন উপেক্ষা করছেন, এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

আমরা আশা করবো, ছাত্রদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা তাদের (ছাত্রদের) পড়াশুনা এবং বিশেষভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করতে এগিয়ে আসবেন, অন্ততঃ নিজেরাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেন না।